চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসককে বিদায় সংবর্ধনা

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকারের বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সাড়ে এগারোটা সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শেখ সামসুল আবেদীনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা বিদায়ী জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার।

এ সময় জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার বলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলায় কাজ করা অবস্থায় আমি আমার নিজ জেলা মনে করে কাজ করছি। যতটুকু পেরেছি মানুষকে সেবা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এ জেলার মানুষের ভালোবাসায় আমি মুগ্ধ। এ জেলার মানুষের কথা আমিও কখনও ভুলবো না।আপনারা জানেন আমি চেষ্টা করেছি ভালো কিছু উপহার দিতে। কাজ করতে গিয়ে অনেক কাজ শেষ করেছি আবার কিছু কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে কিন্তু আমি বিশ্বাস করি সে কাজগুলো ও শেষ হবে।

আরও পড়ুন দামুড়হুদায় ডিসি নজরুল ইসলাম সরকারকে বিদায় সংবর্ধনা

বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সভাপতি শেখ সামসুল আবেদীন বলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার ছিলেন বিশেষ গুণের অধিকারি। চুয়াডাঙ্গা জেলাবাসী সহ আমরা একজন সৎ ও আদর্শবান জেলা প্রশাসককে হারালাম, তিনি একজন সরকারি কর্মকর্তা বুঝার উপায় ছিলোনা, সব সময় তিনি সাধারন মানুষের সাথে মিলেমিশে কাজ করতেন। তার কর্মজীবন সমৃদ্ধি হোক, যদিও তিনি বাংলাদেশ সচিবালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদে পদোন্নতি পেয়ে আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। আপনি বাংলাদেশের যেখানেই থাকুন না কেন, জেলাবাসী আপনাকে কখনো ভুলবে না। আপনিও সকল সময় চুয়াডাঙ্গা জেলাবাসীর কথা মনে রাখবেন সেই কামনায় করি।

আরও পড়ুন সারাজীবন চুয়াডাঙ্গা বাসির কথা মনে থাকবে — বিদায়ী জেলা

প্রশাসক

বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক জিল্লুর রহমান জিল্লু, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাএলীগের সাবেক সভাপতি জেমস্ অলোক চৌধুরী, জেলা আইনজীবী সমিতির এ্যডভোকেট কাইজার চৌধুরী, শামসুন্নাহার, শহিদুল ইসলামসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও জেলা পরিষদের সদস্যবৃন্দ উক্ত বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রানী সম্পদ অফিসের হলরুমে ব্লাক বেঙ্গল ছাগল পালনের উপর প্রশিক্ষন অনুষ্টিত।

গতকাল বুধবার দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুল্লাহিল কাফি। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,আলমডাঙ্গা উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আইয়ুব হোসেন।

তিনি বলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল বাংলাদেশের বিখ্যাত,যে কারনে ব্লাক বেঙ্গল ছাগল চুয়াডাঙ্গার ব্রান্ডিং। তোমরা সঠিক ভাবে ছাগল পালন করবে, ছাগল পালন করে অনেকে নিজেকে সাবলম্বি হয়েছে।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাডঃ সালমুন আহম্মদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন চুয়াডাঙ্গা প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা ও সরকারি ছাগল উন্নয়ন খামার আরমান আলী ও আলমডাঙ্গা প্রানী সম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডাঃ বায়োজিদ খন্দকার।

প্রশিক্ষণে ৩০ জন প্রশিক্ষনার্থী প্রশিক্ষনে অংশ গ্রহন করেন।

দামুড়হুদায় ডিসি নজরুল ইসলাম সরকারকে বিদায় সংবর্ধনা

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোঃ নজরুল ইসলাম সরকারের পদোন্নতি জনিত বিদায় উপলক্ষে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।

মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬ টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা সম্মেলন কক্ষে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাছলিমা আক্তার। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু।

উপজেলা চেয়ারম্যান বাবু তাঁর বক্তব্যে বলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলাবাসীসহ আমরা একজন সৎ ও আদর্শবান জেলা প্রশাসককে হারালাম, তিনি একজন সরকারি কর্মকর্তা বুঝার উপায় ছিলোনা, সাধারন মানুষের সাথে মিলেমিশে কাজ করতেন। তার কর্মজীবন সমৃদ্ধি হোক, যদিও তিনি বাংলাদেশ সচিবালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদে পদোন্নতি পেয়ে আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। আপনি বাংলাদেশের যেখানেই থাকুন না কেন, চুয়াডাঙ্গা জেলাবাসী আপনাকে কখনো ভুলবে না। আপনিও সকল সময় চুয়াডাঙ্গা জেলাবাসীর কথা মনে রাখবেন সেই কামনায় করি।

বিদায়ী জেলা প্রশাসক তাঁর আবেগঘন বিদায়ী বক্তব্যে বলেন, আমি চুয়াডাঙ্গা জেলায় চাকুরী করেছি বলে মনে হয় না। জেলার সকল এলাকায় সকল কাজে আমি প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, সামাজিক সহ সর্বসাধারণের সকল সহযোগিতা পেয়েছি, আজকে মনে হচ্ছে আমি বিদায় নিচ্ছি, আমি কখনো এই জেলাবাসীকে ভুলবো না, আমি যেখানেই থাকিনা কেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আমার হৃদয় জুড়ে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আবু হেনা মোহাম্মদ জামাল শুভ, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মনিরুজ্জামান, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহিদা খাতুন, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবী, বিটিভি জেলা প্রতিনিধি রাজন

রাশেদ, উপজেলা প্রাণীসম্পদ অফিসার ডাঃ মশিউর রহমান, সমবায় অফিসার হারুন অর রশিদ, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হুছনে জাহান, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইরচার্জ (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদ, দর্শনা থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই আহমদ, দামুড়হুদা সদর ইউপি চেয়ারম্যান ও উপজেলা যুবলীগের সাধারন সম্পাদক হযরত আলী, জুড়ানপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস, হাউলি ইউপি চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন (ভারপ্রাপ্ত), ওয়াদুদ শাহ ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ কামাল উদ্দিন, দামুড়হুদা সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম, উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার সাঈদ হাসান, উপজেলা নির্বাচন অফিসার মোঃ ইসহাক, কার্পাসডাঙ্গা নজরুল স্মৃতি সংসদের সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল গফুর, সাধারন সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, কার্পাসডাঙ্গা বালিকা বিদ্যালয়ের সিনিয়র সহকারী শিক্ষক আকলিমা খাতুন, আবৃত্তি শিক্ষক আফসানা কনা, নজরুল সংগীত শিল্পী নিশাত সারমিন সোনিয়া সহ উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, স্থানীয় রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠন সহ স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

সভা শেষে বিদায়ী জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকারকে আগত সকলেই অশ্রুসজল চোখে ফুলে ফুলে বিদায় জনান। উপস্থিত সকলেই আবেগে আপ্লূত হয়ে পারেন। এবং প্রিয় ব্যাক্তিটিকে চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসকের পদ থেকে শেষ বারের মতো বিদায় জানান।

জীবননগরে দুস্থদের মাঝে কম্বল বিতরণ

জীবননগরে অসহায় মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে তিনটার সময় সেচ্ছাসেবী সংগঠন বন্ধু ফাউন্ডেশন, ইয়ুথ এ্যাসেম্বলী ও যুব ফোরামের যৌথ উদ্যোগে জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের হরিহরনগর গ্রামে এ কম্বল বিতরণ করা হয়।

হহিরনগর যুব ফোরামের সভাপতি মনির হোসেন সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দরিদ্র মানুষের বাড়িতে গিয়ে কম্বল পৌছে দেন ইয়ুথ এ্যাসেম্বলী জীবননগর শাখার সভাপতি মিঠুন মাহমুদ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইয়ুথ এ্যাসেম্বলীর সমন্বয়কারী আশাদুজ্জামান লিটন, জীবননগর বন্ধু ফাউন্ডেশনের সহ-সভাপতি মফিজুল ইসলাম, ইয়ুথ এ্যাসেম্বলীর সাংগাঠনিক সম্পাদক তুহিন, যুব ফোরামের সদস্য শাওন, রুহুল, সাহেব, সোহাগ, বিল্লাল, শরিফুল প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন সাধারন সম্পাদক রুবেল হোসেন।

জীবননগরে জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলামকে বিদায় সংবর্ধনা

চুয়াডাঙ্গা জেলার বিদায়ী জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকারকে বিদায় সংবধনা প্রদান করা হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪টার সময় জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের সভা কক্ষে এ বিদায় সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

জীবননগর উপজেলা নিবাহী অফিসার আরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার বিদায়ী জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার।

এ সময় জেলা প্রশাসক বলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলায় কাজ করা অবস্থায় আমি আমার নিজ জেলা মনে করে কাজ করছি। যতটুকু পেরেছি মানুষকে সেবা দেওয়ার চেষ্ঠা করেছি। এ জেলার মানুষের ভালোবাসায় আমি মুগ্ধ।এ জেলার মানুষের কথা আমিও কখনও ভুলবো না।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান, জীবননগর পৌর সভার মেয়র রফিকুল ইসলাম, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, জীবননগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম আর বাবু, সাধারন সম্পাদক কাজী শামসুল রহমান চঞ্জল, মনোহরপুর ইউপি

চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খান, উথলী ইউপি চেয়ারম্যান আবুল কালাম, হাসাদহ ইউপি চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম বিশ্বাস, বাকা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের প্রধান, সেচ্ছাসেবী সংগঠন বন্ধু ফাউন্ডেশন ও ইয়ুথ এ্যাসেম্বলীর সভাপতি মিঠুন মাহমুদ, সহ-সভাপতি মফিজুল ইসলাম, সাংগাঠনিক সম্পাদক তুহিনসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি এবং বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

জীবননগরে ট্রেনে কাটা পড়ে কিশোরের মৃত্যু

জীবননগরে ট্রেনে কেটে নাজির হোসেন (১৬) নামের এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার বেলা সোয়া ১২ টার সময় জীবননগর উপজেলার আন্দুলবাড়িয়া ইউনিয়নের বাজদিয়া গ্রামের কুবরেগাড়ী নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত নাজির হোসেন বাজদিয়া গ্রামের দক্ষিণ পাড়ার আনোয়ার হোসেনের ছেলে। সে পেশায় একজন ইট ভাটার শ্রমিক ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, নাজির হোসেন মঙ্গলবার বেলা সোয়া ১২ টার সময় খান ইট থেকে কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন।সে কুবরেগাড়ী লাইন পাড়া নামক স্থানে রেললাইনের উপর দাড়িয়ে থাকা অবস্থায় খুলনা হতে ঢাকা গামী আন্তঃনগর চিত্রা এক্সপ্রেস তাকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই নাজির হোসেনের মৃত্যু হয়।

পরে স্থানীয়দের সহযোগীতায় ওই কিশোরের মরদেহের চারটি খন্ড বস্তায় করে বাড়িতে নেয়া হয়। স্থানীয় ইউপি সদস্য জহিরুল হক বলেন, কিশোর নাজির হোসেন মানষিক ভারসাম্যহীন ছিল বলে তার পরিবার সুত্রে জানতে পেরেছি।সে হয়ত রেললাইন পার হওয়ার সময় অসাবধানতায় ট্রেনের নিচে পড়লে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়। এ সময় তার শরীর চারখন্ড হয়ে যায়। পরে এলাকার কিছু শ্রমিক বস্তায় করে তার মরদেহ বাড়িতে নিয়ে আসে।

জীবননগর থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল খালেক বলেন, বিষয়টি শোনার পর ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়ে ছিলাম এবং রেল পুলিশকে জানানো হয়। এদিকে কিশোর নাজির হোসেনের মৃত্যুতে নিহতর পরিবার সহ গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

চুয়াডাঙ্গায় ছেলের হাতে মা খুন

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার পিরোজখালি গ্রামে মাকে কুপিয়ে হত্যা করেছে মুকুল নামের এক মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলে।

শনিবার বিকেল ৫টার দিকে ঘটনাটি ঘটে। ওই ঘটনায় তাকে আটক করেছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। নিহত জবেদা খাতুন পিরোজখালী গ্রামের আসান আলীর স্ত্রী।

স্থানীয়রা জানান, বিকেলে সংসারের কাজ শেষে ঘরের বারান্দায় বসে ভাত খাচ্ছিলেন জবেদা খাতুন। এসময় তরকারি চাওয়া নিয়ে ছেলে মুকুলকে বকা দেন জবেদা খাতুন। ছেলেকে একটি থাপ্পড়ও দেন তিনি। একপর্যায়ে ক্ষুদ্ধ হয়ে পাশে থাকা ধারালো দা দিয়ে তার মাকে কোপাতে থাকে মানসিক ভারসাম্যহীন মুকুল। ঘটনাস্থলেই নিহত হন জবেদা খাতুন।

নিহত জবেদা খাতুনের বড় ভাই আলা উদ্দিন জানান, মুকুল বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। সে মাদকাসক্ত ছিল। পরে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে সে। তার দুইবার বিয়ে হয়েছিল। মাদকাসক্তের কারণে তার সংসার বেশিদিন স্থায়ী ছিলো না। তিনি আরও জানান, বেশ কিছুদিন আগে মাঠের জমি ও বাড়ি তার নামে লিখে দিতে বলে মুকুল। এ নিয়ে তার বাবা মায়ের সাথে তার প্রায়ই বিরোধ হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি মোহাম্মদ মহসীন বলেন, নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। আটক মুকুলের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে।

দর্শনায় সড়ক দুর্ঘটনায় যুবক নিহত

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় সোহান নামের এক যুবককের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ৩ টার দিকে দর্শনা- জীবননগর সড়কের রশিকশাহ মাজারের নিকট এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত সোহান (১৭) দর্শনা আকোন্দবাড়িয়া নতুন পাড়ার সাহিদুল ইসলামের ছেলে। দর্শনার মালেকের ওয়ার্কসপের শ্রমিক। প্রত্যক্ষদর্শী হিমেল নামের এক যুবক বলে, সোমবার দুপুরে আমি ওই পাম্পে তেল নিচ্ছিলাম। মোটরসাইকেলটি আমার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাকা সড়কে আছড়ে পড়ে। আমি ওয়ার্কসপ মালিককে খবর দিই।
ওয়ার্কসপের মালিক আব্দুল মালেক বলেন, দুপুরের খাবার খেতে মোটরসাইকেল চালিয়ে বাড়ি যাচ্ছিল সোহান। এসময় দর্শনা-জীবননগর সড়কের রশিকশাহ মাজারের নিকট পৌঁছালে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাকা সড়কে উল্টে পড়ে। তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
এদিকে, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সোহানের বাবা-মাসহ পরিবারের লোকজন হাসপাতালে ছুটি আসে। এসময় তাদের কান্নায় হাসপাতালের বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। নিহত সোহান দুই ভায়ের মধ্যে বড়।
চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালর জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. মাহাবুবুর রহমান বলেন, হাসপাতালে নেয়ার আগেই সে মারা যায়। চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ মহসীন পিপিএম (বার) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। গতকাল রাত সাড়ে ১০ টায় তার জানাজা শেষে আক্ন্দবাড়িয়া কবরস্হানে দাফন সম্পর্ন করা হয়।

চুয়াডাঙ্গার কুলপালায় সড়ক

দুর্ঘটনায় মেহেরপুরের মনিরুল

নিহত

মেহেরপুর- চুয়াডাঙ্গা সড়কের কুলপালায় বালু ভর্তি ট্রাক ও পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে মনিরুল ইসলাম (৪০) এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।
আজ বুধবার ভোর ৫টার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মনিরুল ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের কুপাজ উদ্দিনের ছেলে। জানা গেছে, মনিরুল ইসলাম গতকাল বিকেলে কলা বিক্রির উদ্দেশ্যে বরিশালে যান। বরিশাল থেকে মেহেরপুরে ফেরার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। চুয়াডাঙ্গার কুলপালা নামক স্থানে এসে পিকআপটি নিয়ন্ত্রণ হারালে সামনে থাকা বালুভর্তি ট্রাকের সাথে সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই মনিরুল ইসলাম মারা যান এবং পিকআপ চালক মোঃ বকুল (৩৫) গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম এসে তাদেরকে উদ্ধার করেন।

চুয়াডাঙ্গাতে করোনায় সাংবাদিক ডালিমের ইন্তেকাল

যমুনা টেলিভিশন ও ইউএনবি’র চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি ও দৈনিক আকাশ খবর পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক আরিফুল ইসলাম ডালিম (৩৮) করোনায় আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুর তিন টার দিকে ঢাকায় নেওয়ার পথে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি মানিক আকবর জানান, গত ১৮ জুলাই ডালিম করোনায় আক্রান্ত হন। অবস্থার অবনতি হলে ২১ জুলাই তাকে চুয়াডাঙ্গা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হন। আজ সকালে তার অবস্থার আরো অবনতি হলে তাকে ঢাকায় নেওয়া হয়। ঢাকার গাবতলি পৌছানোর পর অ্যাম্বুলেন্সে থাকা চিকিৎসক দ্রুত সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে

মৃত ঘোষনা করেন।

তিনি আরো জানান, মরদেহ চুয়াডাঙ্গায় পৌছানোর পর জানাযার সময় ও অন্যান্য কর্মসূচীর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

তার এ অকাল মৃত্যুতে মেহেরপুর প্রতিদিন পরিবার গভিরভাবে শোকাহত। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক এম এ এস ইমন, সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু।